প্রশ্ন: বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।
অথবা, নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

উঃ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাটকের আলোচনা করলে তাঁর মধ্যে এক
অভূতপূর্ব নাট্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে
— শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও অভিনব ও
বৈচিত্র্যময়। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে যে নাট্যধারা বাংলা সাহিত্যে
প্রচলিত ছিল রবীন্দ্রনাটক ছিল তার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শুধুমাত্র বাংলা
নাটকের নয়, সমগ্র বিশ্ব নাটকেই অভিনব ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁর নাটকগুলিতে
তত্ত্ব, তথ্য, প্রতীকের ব্যবহার চরিত্রগুলির নতুনত্ব যা বিশ্ব সাহিত্যে দুর্লভ।

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু নাটক লিখেছেন। এই নাটকগুলিকে
বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

১) **গীতি ও কাব্যধর্মী নাটক:** 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১),
'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২),
'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪) প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্গত। এগুলি
কখনো নাট্যধর্মী কাব্য, কখনও কাব্যধর্মী নাটক, কখনও বা গীতিনাট্য।
'বাল্মীকি-প্রতিভা' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য, রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকির
কবিত্বলাভের ঘটনাই সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।
'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্যনাট্যে সর্বপ্রথম এমন একটা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত
হয়েছে যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের বিশেষ যোগ রয়েছে। প্রেমের
মধ্যেই মুক্তি আছে, শুষ্ক ও জীবনবিরহিত বৈরাগ্যসাধনায় জীবনরস নেই,
"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়" উত্তরকালের এই কবি ভাবনা
'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।
'বিদায় অভিশাপে' মহাভারতের কচ ও দেবযানীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে মর্মকথা প্রকাশ সহজ নয়, মর্মপথ অনুসরণ
আরো কঠিন। এই নাটকে এইটাই ট্র্যাজেডি।
'চিত্রাঙ্গদা' এই কাব্যনাটকে মহাভারতের অর্জুন ও মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার
প্রেম কাহিনী রয়েছে।

২) **প্রচলিত রীতিনিষ্ঠ নাটক বা নিয়মানুগ নাটক:** 'রাজা ও রানী'
(১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত'
(১৯০৯) প্রভৃতি প্রচলিত রীতি নিয়মানুগ নাটক। 'রাজা ও রানী' পঞ্চাঙ্ক
ট্র্যাজেডি — রাজা বিক্রমদেব ও রানী সুমিত্রার প্রেম ও দাম্পত্যের কাহিনি,
রাজার রাজ্য-কর্তব্যবিমুখ সর্বগ্রাসী প্রণয়, আকাঙ্ক্ষার পীড়ন থেকে
স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে (রাজাকে) পরিত্যাগ এবং তার
প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুরন্ত বেদনা — পাঁচঅঙ্ক জুড়ে কাহিনি চয়ন তারই
বর্ণনা রয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকে প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে প্রেমেরই জয়লাভ, এই তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূলকাহিনিকে নাটকের রূপে লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করেছেন। 'মালিনী' বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও উদার মানবিক ধর্মের মধ্যে বিরোধ এর কথা রয়েছে। 'মুকুট' নাটকে — ত্রিপুরার রাজবাড়ির রাজসিংহাসন লাভের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে বালকদের মনের উপযোগী মহান আত্মত্যাগের কাহিনি লিখেছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' হল 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে রচিত।

৩) <u>রঙ্গনাট্য বা কৌতুক নাটক</u> : 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমারসভা' (১৯২৬ — ১৯০৮ সালে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নাট্যরূপ) এগুলি সবই নির্মল হাস্যরসের নাটক। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের নগর কলকাতার শিক্ষিত মানুষদের বিচিত্র চারিত্রিক অসংগতি নিয়ে সরস কৌতুকে নাটকগুলি রচিত।

৪) <u>ঋতু নাটক</u> : 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'শেষবর্ষণ' (১৯২...) ইত্যাদি নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতিকে নিয়েই মানুষ — সুস্থ সুন্দর ও পরিপূর্ণ নাটকগুলি তারই প্রকাশ।

৫) <u>নৃত্যনাট্য</u> : 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'শাপমোচন' (১৯৩৩), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯) ইত্যাদি এই নাট্য পর্যায়ের অন্তর্গত। এই নাটকগুলিতে নৃত্যকলা, অভিনয় ও সংগীতের এক অপরূপ সমন্বয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। '<u>নটীর পূজা</u>'য় মানবকল্যাণময় বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত। '<u>শাপমোচন</u>'-এ দৈহিক সৌন্দর্যের পরিবর্তে মনের সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। '<u>চণ্ডালিকা</u>'য় মানব মহিমাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'তাসের দেশ'-এ নিষ্প্রাণ জড়তাকে ধিক্কার দিয়ে আনন্দ-হাসি-গানের পাশাপাশি প্রাণধর্মকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে।

৬) <u>রূপক ও সাংকেতিক তত্ত্বনাটক</u> : 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০); এর সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯২০), 'অচলায়তন' (১৯১২) এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'গুরু' (১৯১৮), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫) 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) — এইগুলি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-আশ্রয়ী সাংকেতিক নাটক। 'অচলায়তন'-এ প্রাচীনকালের মন্ত্রতন্ত্রের পটভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের চাপে মানবাত্মার স্বাধীন প্রকাশের বিলোপ এবং তা থেকে মুক্তিলাভের কথা ঘোষিত হয়েছে।

'ডাকঘর'— যেটি 'The Post Office' নামে বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত, এ নাটকের ভাববস্তু খুব চমৎকার। অমল হল মুমুক্ষু মানবাত্মার প্রতীক। সে জীবন-ব্যাধি-জর্জর, — সমাজসংস্কারের নীতি তার ঊর্ধ্বগতিকে রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু সকল বাধা ছিঁড়ে সে অসীমের বুকে নীড় যেতে ব্যাকুল। তাৎপর্য এই যে, অসীমের পিয়াসী মানুষের সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে সংস্কারাচ্ছন্ন লোক ব্যাধি বলে। 'রক্তকরবী' এক অসাধারণ প্রতীক-নাটক। যাতে বর্তমান কারখানাদারের যান্ত্রিক রুদ্ধশ্বাস মানবজীবন এবং লোভের মূলে মানুষের মরণ ফাঁসের নিদারুণ স্বরূপ অদ্ভুত প্রতীক ও রহস্যময় ব্যঞ্জনার দ্বারা আলোকে ব্যক্ত হয়েছে। 'মুক্তধারা'য় আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার যন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকে তুচ্ছ করে মানুষের জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

এই অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনার থেকে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি অন্যান্য নাটকের তুলনায় সেভাবে রঙ্গমঞ্চখ্যাতি না করলেও, বাংলা তথা সমগ্র নাট্যসাহিত্যে এক অভিনবত্ব দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক অনেক সময়েই ভাবানুভূতিক পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে মেনে চলেনি, তাঁর নাটক অনেক সময় অতিমাত্রায় লিরিকপ্রধান, কখনও বাস্তব পরিবেশ, অতি রোমান্টিকতা, কখনো রূপক, সংকেত, আবার কখনও-বা তত্ত্বকথা ও অনুভূতির বাহন হয়ে উঠেছে। কোথাও জীবনের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, কোথাও রূপক, সংকেত তত্ত্ব সব মিলিয়ে নাট্যসাহিত্যকে এক নতুন সম্পদ দান করেছেন, রবীন্দ্রনাটকে যে বিচিত্র ঐশ্বর্য রয়েছে তা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের জগতে কালজয়ী, তাই বলা যায়, কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাট্যধারা এক স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবাহ।